আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সুশাসন (GFI)
AIBB এর জন্য

First Edition: September 2023
Second Edition: March 2024
Third Edition: June 2024
Fourth Edition: January 2025
Fifth Edition: June 2025
Sixth Edition: January 2026
Seventh Edition: July 2026

This book is the result of the author's hard work and is protected by copyright. Any copying or sharing without permission is strictly prohibited by copyright law.

Written By:
Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
A Leading Asset Management Company
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center

Price: 350Tk.

For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310-474402

MetaMentor Center

MetaMentor Center
Unlock Your Potential Here.

সূচিপত্র:

এসএল	বিস্তারিত	পৃষ্ঠা নং
1	মডিউল-এ: শাসন কাঠামোর ধারণা	4-17
2	মডিউল-বি: পরিচালনা পর্ষদ ও তাদের দায়িত্ব	18-35
3	মডিউল-সি: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) এবং সিনিয়র ব্যবস্থাপনা	36-45
4	মডিউল-ডি: মূলধন, তারল্য এবং সম্পদ	46-63
5	মডিউল-ই: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ	64-80
6	মডিউল-এফ: সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ব্যবসার শাসন কাঠামো	81-90
7	মডিউল-জি: স্টেকহোল্ডার গভর্ন্যান্স	91-107
8	মডিউল-এইচ: প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	108-130
9	*বিগত বছরের প্রশ্ন*	131-136

Suggestion:

- ***Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.***
- ***Must read short questions and difference from all chapter.***
- ***MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.***

Important	Details	Number of Question common in previous years
*****	মডিউল-এ: শাসন কাঠামোর ধারণা	15
*****	মডিউল-বি: পরিচালনা পর্ষদ ও তাদের দায়িত্ব	16
**	মডিউল-সি: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) এবং সিনিয়র ব্যবস্থাপনা	07
*****	মডিউল-ডি: মূলধন, তারল্য এবং সম্পদ	15
*****	মডিউল-ই: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ	21
**	মডিউল-এফ: সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ব্যবসার শাসন কাঠামো	07
***	মডিউল-জি: স্টেকহোল্ডার গভর্ন্যান্স	13
***	মডিউল-এইচ: প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	11
***** **Short questions and difference from all chapter** *****		

MetaMentor Center

Syllabus

মডিউল- এঃ গভর্ন্যান্সের ধারণা: গভর্ন্যান্সের মৌলিক ধারণা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, কর্পোরেট গভর্ন্যান্সের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, ব্যাংকে সুশাসনের সুফল। ব্যাংকের জন্য BASEL-এর কর্পোরেট গভর্ন্যান্স নীতিমালা, ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য, ব্র্যান্ড প্রতিশ্রুতি, আচরণবিধি।

মডিউল- বিঃ বোর্ড এবং এর দায়িত্বসমূহ: বোর্ডের সার্বিক দায়িত্ব, বোর্ড সদস্যগণ, স্বাধীন সদস্য, বিভিন্ন কমিটি, কৌশলগত লক্ষ্য নির্ধারণ, গভর্ন্যান্স ফ্রেমওয়ার্ক ও কর্পোরেট সংস্কৃতি, বোর্ডের কর্মক্ষমতা পরিমাপের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা, বোর্ড ভেঙে দেওয়া ও পর্যবেক্ষক নিয়োগ।

মডিউল- সিঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) এবং সিনিয়র ব্যবস্থাপনা: উপরের স্তর থেকে নির্দেশনা (Tone from the Top); CEO ও সিনিয়র ব্যবস্থাপকদের গঠন ও যোগ্যতা; সিনিয়র ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ; ব্যবসায়িক কৌশল; ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতি; প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি; CEO এবং সিনিয়র ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন।

মডিউল- ডিঃ মূলধন, তারল্য এবং সম্পদ : মূলধনের পর্যাপ্ততা, তারল্য পরিস্থিতি, সম্পদের গঠন, ঝুঁকি-ভারিত সম্পদ (RWA), দায় ও সম্পদের মূল চালিকা শক্তি, সমস্যাযুক্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনা।

মডিউল- ইঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ; এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (ERMF), ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ এবং উদীয়মান ঝুঁকি, ঝুঁকি গ্রহণের মাত্রা (Risk Appetite), ঝুঁকি সংস্কৃতি, গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, তিন স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যথাযথ বাস্তবায়ন, দ্বিতীয় স্তরের কাজ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার স্বাধীন ও শক্তিশালী কার্যক্রম, নিয়ন্ত্রক পরিপালন।

মডিউল- এফঃ সাবসিডিয়ারি এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক গভর্ন্যান্স; ব্রোকারেজ, মার্চেন্ট ব্যাংকিং, কাস্টোডিয়াল সেবা, অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU), ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS), এজেন্ট ব্যাংকিং।

মডিউল- জিঃ স্টেকহোল্ডার গভর্ন্যান্স : নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে সম্পর্ক, স্থানীয় সরকারি সংস্থার সাথে সম্পর্ক, কর্পোরেট গভর্ন্যান্স বিষয়ে নিয়মনীতি, শেয়ারহোল্ডারদের সাথে সম্পর্ক, প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক এবং বাজার আচরণ, গ্রাহকদের সাথে সম্পর্ক, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, মিডিয়ার সাথে সম্পর্ক, সুশীল সমাজের সাথে সম্পর্ক, সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক এবং কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR)। তথ্য প্রকাশ ও স্বচ্ছতা।

মডিউল- এইচঃ প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা: বাজারে অবস্থান নির্ধারণ, নতুন ব্যবসায় উদ্যোগ, ডিজিটাল এজেন্ডা, সিস্টেম ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা, মানবসম্পদ পরিকল্পনা, উত্তরাধিকার পরিকল্পনা, ভবিষ্যতের জন্য কর্মী নিয়োগ এবং তাদের দক্ষতা উন্নয়ন।

MetaMentor Center

মডিউল-এ
গভর্নেন্স ধারণা

প্রশ্ন-০১. ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কর্পোরেট শাসন কে ব্যাখ্যা/সংজ্ঞায়িত করুন? 7TH.BPE
অথবা," কর্পোরেট শাসন হল সেই নীতি বা আদর্শ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিচালন ও করা হয়ে থাকে।" আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। BPE-৯৮ তম।

কর্পোরেট শাসন: কর্পোরেট শাসন হল প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সুষ্ঠু নীতি বা আদর্শ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রন করা হয়। কর্পোরেট গভর্নেন্স সেই প্রক্রিয়াগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যার মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এটি একটি প্রতিষ্ঠানের সকল স্টেকহোল্ডারদের, যেমন শেয়ারহোল্ডার, ব্যবস্থাপনা, গ্রাহক, সরবরাহকারী, অর্থদাতা, সরকার এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত সকলের মাঝে তাদের স্বার্থের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। কর্পোরেট গভর্নেন্স এর মূল উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় প্রয়োজনীয় পরিচালনা পর্ষদ গঠন, প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকনির্দেশনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। সুষ্ঠু কর্পোরেট গভর্নেন্স তার সকল শেয়ারহোল্ডারদের সাথে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা, ন্যায্যতা এবং প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। এটি একটি কাঠামো প্রদান করে যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যগুলি সহজে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় এবং কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণের মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের সম্ভব হয়।

কর্পোরেট গভর্নেন্সের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি:

বিশ্ব পরিস্থিতি: ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে বিশ্বে শুধুমাত্র অংশীদারি ব্যবসার প্রচলন ছিল। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠনের পর কর্পোরেট গভর্নেন্স ছিল না। ১৯৭৭ সালে বৈদেশিক এবং দুর্নীতিবাজ অনুশীলন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিশ্বে কর্পোরেট গভর্নেন্সের সূচনা হয়। যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এশিয়ান দেশগুলিতে ১৯৮০ সালের পূর্বে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে/কর্পোরেট সেক্টরে প্রচুর প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড ঘটেছে। এতে কোম্পানিগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তাই, কর্পোরেট জালিয়াতি এবং কেলেঙ্কারি বন্ধ করতে বিশেষজ্ঞরা "অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের (ওইসিডি)" মাধ্যমে কিছু নীতি প্রবর্তন করেছেন।

বাংলাদেশের দৃশ্যপট:

প্রাক-স্বাধীনতা পর্যায়: প্রাক-স্বাধীনতা পর্যায় বাংলাদেশের বেশিরভাগ কোম্পানিতে পারিবারিক সংগঠনের আধিপত্য ছিল। কর্পোরেট গভর্নেন্স ছিল না।

১৯৮০-২০০০ এর দশক: সরকার কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ প্রবর্তন করে। তখন থেকে এই আইনের অনুযায়ী কোম্পানিগুলি গঠিত এবং পরিচালিত হচ্ছিল। এছাড়াও, কোম্পানিগুলিতে প্রচুর দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারির পরে সরকার কোম্পানিগুলি সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য "সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন" (SEC) গঠন করে। SEC ২০০৬ সালে বাংলাদেশে প্রথম কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড চালু করে।

২০১০ - বর্তমান: বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) ২০১৮ সালে নতুন নির্দেশিকা প্রবর্তন করেছে যা শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।

প্রশ্ন-০২। সুষ্ঠু গভর্নেন্স আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? BPE-৯৬তম ,BPE-৯৮তম ।7TH BPE

১. **শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা :** সুষ্ঠু গভর্নেন্স একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত সকল পক্ষের স্বার্থ ও বিনিয়োগকে সুরক্ষিত রাখে।

২. **নৈতিক ক্রিয়াকলাপের নিশ্চয়তা:** এটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সততা, নিষ্ঠা এবং নৈতিক নীতির আলোকে পরিচালিত হচ্ছে তা নিশ্চিত করে।

৩. **প্রতিবেদন প্রকাশে স্বচ্ছতা:** কর্পোরেট গভর্নেন্স সুস্পষ্ট প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং প্রকাশে বাধ্যতামূলক করে, যা শেয়ারহোল্ডারদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

৪. **কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** আর্থিক ক্ষতি প্রতিরোধ এবং ব্যাবসায়িক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে ঝুঁকি চিহ্নিত করা, মূল্যায়ন করা এবং ঝুঁকি হ্রাস করার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

৫. **দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা:** কর্পোরেট গভর্নেন্স সঠিক অনুশীলন এবং প্রচারের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সময়ের সাথে সাথে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করে।

৬. **সঞ্চয়কারী এবং বিনিয়োগকারীদের মাঝে মসৃণ তহবিল প্রবাহ :** কর্পোরেট গভর্নেন্স অর্থনীতিতে তহবিলের প্রবাহ মসৃণ করে এবং সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারী উভয়েরই উপকৃত হন।

সংক্ষেপে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু গভর্নেন্স স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও স্থিতিশীলতার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদেরও
বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন-০৩. ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য কী? আলোচনা কর। BPE-৯৮তম।

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গভর্নেন্সের উদ্দেশ্যগুলি হলো:

১. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা :** ব্যাংক যেন বিচক্ষণতার সঙ্গে ঝুঁকি গ্রহণ ও তা ব্যবস্থাপনা করে, যেমন কাকে ঋণ দেওয়া হবে তা বাছাই করে এটি সে বিষয়গুলো নিশ্চিত করে।

২. **নিয়ন্ত্রক পরিপালন:** ব্যাংকগুলিকে অবশ্যই বিভিন্ন আইন-কানুন, নীতি এবং বিধান অনুসরণ করতে হয়। সুষ্ঠু গভর্নেন্স ব্যাংকগুলিকে এই নিয়ম নীতি মেনে চলতে নিশ্চিত করে।

৩. **পরিচালনা দক্ষতা :** এটি ব্যাংকের কার্যক্রমকে মসৃণ এবং দক্ষ করে তুলতে, খরচ কমাতে এবং পরিসেবার মান উন্নত করতে সাহায্য করে।

৪. **আস্থা তৈরি :** সুষ্ঠু গভর্নেন্স গ্রাহক এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা তৈরি করে। এটি দেখায় যে ব্যাংক দায়িত্বের সাথে গ্রাহকের অর্থ পরিচালনা করে এবং আমানত জমা রাখার একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৫. **আর্থিক স্থিতিশীলতা :** সুষ্ঠু গভর্নেন্স আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরুপন করে এবং দক্ষতার সাথে তা মোকাবেলা করে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনৈতিক অনুশীলন প্রতিরোধ করে আর্থিক ব্যবস্থার সামগ্রিক স্থিতিশীলতায় বজায় রাখে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৪। সুষ্ঠু গভর্ন্যান্সের কিছু বৈশিষ্ট্য/নীতি ব্যাখ্যা করুন।

অথবা, সুষ্ঠু গভর্ন্যান্সের মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন । BPE-৯৮তম।

১. **স্বচ্ছতা:** ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশে এবং শেয়ারহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগে স্বচ্ছ হওয়া।

২. **জবাবদিহিতা:** প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার স্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। দায়িত্বশীল পদে থাকা ব্যক্তিদের তাদের কর্মের জন্য দায়ী করা।

৩. **স্বাধীনতা:** ব্যাংকের রাজনৈতিক প্রভাব বা হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীন হতে হবে এবং তার শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪. **সমতা:** সুষ্ঠু গভর্ন্যান্সে ব্যাংক বৈষম্য বা পক্ষপাত ছাড়াই সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে ন্যায্য আচরণ করে।

৫. **নৈতিকতা** ব্যাংকের একটি শক্তিশালী নৈতিক সংস্কৃতি থাকা উচিৎ, যেখানে সুস্পষ্ট মূল্যবোধ এবং মানদণ্ড গুলি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান জুড়ে প্রয়োগ করা হবে।

৬. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও সফলতা নিশ্চিত করতে ব্যাংকের জোরালো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি ও পদ্ধতি থাকতে হবে।

৭. **পরিচালনা পর্ষদের তত্ত্বাবধান:** ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের উচিৎ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, কৌশল এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যকর তদারকি করা।

৮. **শেয়ারহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা:** ব্যাংকের উচিৎ গ্রাহক, কর্মচারী, নিয়ন্ত্রক এবং শেয়ারহোল্ডার সহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনে কাজ করা।

প্রশ্ন-০৫. একটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে কীভাবে সুশাসন অর্জন করা যায় তা আলোচনা করুন। (BPE- ৯৯তম)

অথবা, সুষ্ঠু কর্পোরেট গভর্নেন্স বিকাশের উপায়? BPE-৯৬তম ।

অথবা, কিভাবে সুষ্ঠু কর্পোরেট গভর্নেন্স অর্জন করা যায়?

১. **স্পষ্ট নীতিমালা ও কার্যপ্রণালী:** সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করা, যা প্রত্যাশিত আচরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া স্পষ্ট করে।

২. **স্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ:** অভিজ্ঞ এবং নিরপেক্ষ পরিচালকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, যারা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধান এবং দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

৩. **শেয়ারহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা:** শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, যাতে তাদের সমস্যা সমাধান করা যায় এবং সবার স্বার্থ সংযুক্ত করা যায়।

৪. **নৈতিক সংস্কৃতি:** পুরো প্রতিষ্ঠানে সততা, নৈতিকতা এবং সঠিক আচরণের একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

৫. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** ঝুঁকি সনাক্ত, মূল্যায়ন এবং প্রশমন করার জন্য কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো প্রয়োগ করা।

৬. **স্বচ্ছতা এবং তথ্য প্রকাশ:** অংশীদারদের সময়মতো এবং সঠিক তথ্য প্রদান করা, যা স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে এবং আস্থা তৈরি করে।

৭. **স্বাধীন নিরীক্ষা:** পরিচালনা পর্ষদের এবং স্বাধীন নিরীক্ষকদের ওপর অতিরিক্ত প্রভাব এড়ানো। বিনিয়োগকারীরা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্বাস করতে পারে তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সঠিকভাবে প্রতিবেদন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৬. ব্যাংকে সুষ্ঠু গভর্নেন্সের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব/সুবিধা আলোচনা করুন?

অথবা, "সুষ্ঠু গভর্নেন্সের শুধুমাত্র ব্যাংকের সুনাম বাড়ায় না, বরং এর অগ্রগতিতেও ভূমিকা পালন করে।"-সংক্ষেপে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। BPE-৯৮তম ।

১. **সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** ব্যক্তিগত স্বার্থ বা পছন্দের পরিবর্তে গবেষণা এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সুষ্ঠু গভর্নেন্স তা নিশ্চিত করে।

২. **জবাবদিহিতা:** সুষ্ঠু গভর্নেন্স একটি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যেন তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করে, তা নিশ্চিত করে।
৩. **শেয়ারহোল্ডারদের আস্থা:** সুষ্ঠু গভর্নেন্স শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি করে।
৪. **খ্যাতি:** সুষ্ঠু গভর্নেন্স দায়িত্বশীল ও নৈতিক আচরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যাংকের সুনাম বৃদ্ধি করে।
৫. **ঝুঁকি হ্রাস:** সুষ্ঠু গভর্নেন্স ফলে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং প্রশমিত করতে সহজ হয়, এতে ব্যাংকের আর্থিক বা সুনামের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।
৬. **কর্মদক্ষতা:** সুষ্ঠু গভর্নেন্স কার্যকর এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা অনুশীলনকে উৎসাহিত করে যা দক্ষ কর্মক্ষমতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক লাভজনকতার দিকে পরিচালিত করে।
৭. **সমন্বয়:** সুষ্ঠু গভর্নেন্স স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক আইন, প্রবিধান এবং মানগুলির সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করে, যা আইনি এবং নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি হ্রাস করে।

প্রশ্ন-০৭। ব্যাংকের জালিয়াতি হ্রাস করনে ব্যাংকিং কর্পোরেট গভর্নেন্স কাঠামোতে পরিবর্তনগুলি কী? আপনি এটিকে মোকাবেলা করার জন্য কি কি পরামর্শ দেন? BPE-৯৬তম।

ব্যাংকিং জালিয়াতি মোকাবেলা করার জন্য ব্যাংকগুলির কর্পোরেট গভর্নেন্স কাঠামোর পরিবর্তনশীল নীতিমালা গুলো কার্যকরী হতে পারে:

১. **অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করা:** শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রাথমিকভাবে জালিয়াতি শনাক্ত এবং প্রতিরোধ করতে পারে। এছাড়ও কঠোর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যেতে পারে।
২. **বর্ধিত স্বচ্ছতা** : বর্ধিত স্বচ্ছতা সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে আরও স্বচ্ছ করে যাতে অনিয়মগুলি কে সহজে চিহ্নিত করে প্রতিরোধ করা যায় ।
৩. **কর্মচারী প্রশিক্ষণ** : সচেতনতা এবং সতর্কতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে কর্মচারীদের নৈতিকতা এবং জালিয়াতি সনাক্তকরণের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
৪. **প্রযুক্তির উন্নয়ন:** নিরাপত্তা এবং জালিয়াতি সনাক্তকরণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং তথ্যের বিশ্লেষণ।
৫. **কঠোরতা** : ব্যাংকের কাজকর্মে আইন ও বিধি কঠোরভাবে মানা নিশ্চিত করতে হবে।
৬. **স্বাধীন তদারকি** : নিয়মিতভাবে ব্যাংকের কার্যক্রম তদারকি ও পর্যালোচনা করার জন্য একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান বা কমিটি রাখতে হবে।

এই পদক্ষেপগুলি ব্যাংকে জালিয়াতির বিরুদ্ধে আরও স্থিতিস্থাপক হতে এবং গ্রাহক এবং শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে আস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৮. ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট গভর্নেন্সের ব্যাসেল নীতিগুলি আলোচনা করুন ।
অথবা, ব্যাংকিং তত্ত্বাবধানে ব্যাসেল কমিটি কর্তৃক জারি করা কর্পোরেট গভর্নেন্স নীতিগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। BPE-৯৬তম ।
অথবা, ব্যাসেল কমিটি কর্তৃক প্রণীত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্পোরেট গভর্ন্যান্সের যেকোনো চারটি নীতিমালা সংক্ষেপে আলোচনা করুন। BPE-৫তম.

নীতি ১ - পরিচালনা পর্ষদের সামগ্রিক দায়িত্ব: পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের কৌশলগত দিকনির্দেশনা, গভর্নেন্স কাঠামো এবং কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহন করতে হবে।

নীতি ২ - পরিচালনা পর্ষদের যোগ্যতা এবং গঠন: পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সঠিকভাবে যোগ্য হতে হবে এবং তারা যেন তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার দায়িত্ব ভালোভাবে বুঝে তা নিশ্চিত করতে হবে।

নীতি ৩ - পরিচালনা পর্ষদের নিজস্ব কাঠামো এবং অনুশীলন: কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য পরিচালনা পর্ষদের নিজস্ব গভর্নেন্স কাঠামো এবং অনুশীলনগুলি সংজ্ঞায়িত করা, বাস্তবায়ন করা এবং পর্যালোচনা করতে হবে।

নীতি ৪ - সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট: ব্যাসেল নীতি পরিচালনা পর্ষদ সিনিয়র ম্যানেজমেন্টকে ব্যাংকের ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে ব্যবসায়িক কৌশল এবং ঝুঁকি নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্য করার নির্দেশ প্রদানে ভূমিকা রাখতে হবে।

নীতি ৫ - গ্রুপ কাঠামোগত পরিচালনা: ব্যাসেল নীতিতে মূল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদকে অবশ্যই গ্রুপের কাঠামো এবং ঝুঁকির জন্য উপযুক্ত একটি গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক পরিচালনা এবং প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নীতি ৬ - ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা : ব্যাসেল নীতি ব্যাংকের একটি শক্তিশালী, স্বাধীন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকা উচিৎ যার নেতৃত্বে একটি সিআরও, বোর্ডে থাকতে পারে।

নীতি ৭ - ঝুঁকি শনাক্তকরণ, পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ: চলমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাংকের ঝুঁকি প্রোফাইল এবং আর্থিক ল্যান্ডস্কেপের বাহ্যিক পরিবর্তনগুলির সাথে ব্যাসেল নীতি কাজ করে।

নীতি ৮ - ঝুঁকি কমিউনিকেশন: ব্যাসেল নীতি কার্যকর ঝুঁকি পরিচালনা এবং পরিচালনা পর্ষদ এবং ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনাকে রিপোর্ট করার জন্য কাজ করে।

নীতি ৯ - সমন্বয়: পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের সমন্বয় ঝুঁকির তত্ত্বাবধান করে, এটিকে পরিচালনা করার জন্য যথাযথ কার্যাবলী এবং নীতি রয়েছে তা নিশ্চিত করে।

নীতি ১০ - অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা: ব্যাসেল নীতি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

নীতি ১১- ক্ষতিপূরণ: ব্যাসেল নীতি ব্যাংকের পারিশ্রমিক নীতিগুলি সুষ্ঠু গভর্নেন্স এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করে।

নীতি ১২ - স্বচ্ছতা: ব্যাসেল নীতি শেয়ারহোল্ডার এবং বাজারের অংশগ্রহণকারীদের কাছে ব্যাংকটি তার পরিচালনায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

নীতি ১৩ - সুপারভাইজারদের ভূমিকা: ব্যাংকিং সুপারভাইজাররা কর্পোরেট গভর্নেন্সের নির্দেশনা ও নিরীক্ষণ করে যার জন্য উন্নতির প্রয়োজন হয় এবং অন্যান্য সুপারভাইজারদের সাথে তথ্য বিনিময়ের সুবিধা হয়।

প্রশ্ন-০৯. আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিভিন্ন সহায়ক প্রতিষ্ঠান গঠনের মূল উদ্দেশ্যগুলি কী কী? BPE-৯৭তম ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ভিন্ন ভিন্ন কারণে বিভিন্ন সহায়ক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে থাকে, যেমন:

১. **বিশেষীকরণ:** প্রতিটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট ধরণের আর্থিক পরিসেবার উপর দৃষ্টিপাত করতে পারে যেমন ঋণ, বীমা বা বিনিয়োগ।
২. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে সহায়ক প্রতিষ্ঠান বিভক্ত করে মূল প্রতিষ্ঠান ঝুঁকি সীমিত করতে পারে। যদি একটি সাবসিডিয়ারি/সহায়ক প্রতিষ্ঠান সমস্যার সম্মুখীন হয় এটি সরাসরি অন্যদের প্রভাবিত করে না।
৩. **সমন্বয়:** বিভিন্ন আর্থিক পরিসেবার বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে পৃথক সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলি এই নির্দিষ্ট প্রবিধানগুলি মেনে চলা সহজ করে তোলে।
৪. **বাজার সম্প্রসারণ:** সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয় চাহিদা এবং আইনের সাথে খাপ খাইয়ে আরও সহজে নতুন বাজার বা অঞ্চলে প্রসারিত করতে পারে।

MetaMentor Center

৫. **আর্থিক দক্ষতা:** এটি আরও দক্ষ হতে পারে এবং বিভিন্ন পরিসেবা জুড়ে আরও ভালো আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

সংক্ষেপে, সহায়ক প্রতিষ্ঠান গঠন করা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঝুঁকি পরিচালনা করতে, প্রবিধানগুলি মেনে চলতে, পরিসেবাগুলিতে বিশেষজ্ঞ করতে, তাদের বাজার প্রসারিত করতে এবং আরও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-১০. প্রতিষ্ঠানের ভিশন এবং মিশন দ্বারা আপনি কি বোঝেন? BPE-৯৮তম ।

ভিশন দৃষ্টি:

আপনার দৃষ্টি "কোথায়" এবং "কিভাবে।"
এটা আপনার কাঙ্খিত ভবিষ্যত বোঝায়।
এটি আপনার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষার রূপরেখা দেয়।
এটি আপনার দলকে অনুপ্রাণিত করে।

ভিশনের উদাহরণ: দেশের অন্যতম শীর্ষ ব্যাংক হওয়া এবং বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে সহায়তা করা।।

মিশন:

মিশন হল আপনার "কি" এবং "কেন।"
এটি আপনার মূল উদ্দেশ্য এবং অস্তিত্বের কারণ।
এটি আপনি কি করেন এবং কার জন্য এটি করেন তা নির্ধারণ করে।
এটি দৈনন্দিন কর্ম এবং সিদ্ধান্ত নির্দেশ করে।

মিশনের উদাহরণ

মিশন: XYZ ব্যাংকের লক্ষ হল সর্বোত্তম ব্যাংকিং অনুশীলন ব্যবহার করে ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলিকে দায়িত্বশীল আর্থিক পরিসেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থায়ী উন্নয়নে অবদান রাখা। আমরা আমাদের ক্লায়েন্ট, শেয়ারহোল্ডার, কর্মচারী এবং সমাজের সকলের জন্য মূল্য প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মিশন হল একটি সাধারণ বিবৃতি যে আপনি কীভাবে অর্জন করবেন।

প্রশ্ন-১১. মিশন স্টেটমেন্টের গুরুত্ব/উদ্দেশ্য কি? BPE-৯৯তম

অথবা, মিশন স্টেটমেন্টের গুরুত্ব ও সুবিধা

মিশন স্টেটমেন্টে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পালন করে:

১. **দিকনির্দেশনামূলক নির্দেশ:** এটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের একটি সুস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কৌশলগত দিকনির্দেশনা দেয়।
২. **পরিচয় :** এটি প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে এবং বাজারে অন্যদের থেকে আলাদা করে।
৩. **অনুপ্রেরণামূলক:** এটি প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর উদ্দেশ্য জানিয়ে একটি সাধারণ লক্ষ্যের দিকে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।
৪. **শেয়ারহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ :** এটি গ্রাহক, কর্মচারী, বিনিয়োগকারী এবং সকল স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য তুলে ধরে।
৫. **উদ্দেশ্যের ঐক্য:** এটি প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি এবং দলের প্রচেষ্টাকে একত্রিত করে ঐক্যেকে উৎসাহিত করে এবং লক্ষ্যগুলিতে দৃষ্টিপাত করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-১২. একটি কার্যকর ব্র্যান্ড প্রমিজ/প্রতিশ্রুতির উপাদানগুলি আলোচনা করুন? BPE- ৯৯তম

১. **স্বচ্ছতা:** গ্রাহক এবং কর্মচারী উভয়েরই বোঝার জন্য ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিৎ।

২. **ধারাবাহিকতা:** সকল গ্রাহকের চাহিদার সমন্বয় এবং অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিৎ।

৩. **সত্যতা:** সেবাটি বাস্তবিক এবং অর্জনযোগ্য হওয়া উচিৎ, যা ব্যাংকের সুনাম এবং দক্ষতাকে প্রতিফলিত করে।

৪. **প্রাসঙ্গিকতা:** সেবার উদ্দেশ্য গ্রাহকের চাহিদার এবং প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিৎ।

৫. **পার্থক্য:** সেবা প্রদানকৃত ব্যাংক নিজেকে তার প্রতিযোগীদের থেকে আলাদা করে উপস্থাপন করা উচিৎ এবং বিশেষ সুবিধাগুলিকে হাইলাইট করা উচিৎ।

৬. **পরিমাপযোগ্যতা:** লক্ষ্য অর্জন পরিমাপ করতে এবং সাফল্যের মূল্যায়ন করার জন্য মূল কর্মক্ষমতা সূচক সহ ব্র্যান্ড প্রমিজ/প্রতিশ্রুতি পরিমাপযোগ্য হওয়া উচিৎ।

প্রশ্ন-১৩. আচরণবিধির বিআইএস (BIS) দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করুন?

আচরণের মান: ব্যাংকের কর্মীরা, স্টাফ সদস্যরা তাদের পেশাদার অবস্থানের স্বার্থে এবং ব্যাংকের সুনাম রক্ষার জন্য ব্যাংকের ভিতর এবং বাহিরে উভয় ক্ষেত্রেই আচরণবিধির সর্বোচ্চ মান বজায় রাখবে।

১. **স্টাফ সদস্যদের মৌলিক নীতি:**
   ১. সৎ ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করা।
   ২. ব্যাংকের স্বার্থে কর্মঘণ্টার সঠিক ব্যবহার করা।
   ৩. সকল সহকর্মীদের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করা।
   ৪. যেকোনো ধরনের বৈষম্য এড়িয়ে চলা।

২. **স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়ানো:** ব্যাংকের প্রতি তাদের দায়িত্বের সাথে ব্যক্তিগত স্বার্থ সংঘাত ঘটতে পারে স্টাফদের এমন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকতে হবে। উপহার বা আতিথেয়তায় অবশ্যই বিনয়ী এবং নীতি নির্দেশিকাগুলির মধ্যে হতে হবে।

৩. **বাহ্যিক কার্যকলাপ:** ব্যাংক চুক্তির মাধ্যমে কর্মীদের যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে তা তাদের কাজের স্বাধীনতা এবং ব্যাংকের নিরবচ্ছিন্ন কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য, ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য নয়।

৪. **মিডিয়া এবং প্রকাশনার সাথে যোগাযোগ:** শুধুমাত্র মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক বা অনুমোদিত কর্মীরা মিডিয়ার সাথে যুক্ত হতে পারবে বা ব্যাংকের কার্যকলাপ এবং নীতি সম্পর্কে সর্বজনীন বিবৃতি দিতে পারবে।

প্রশ্ন-১৪."বিশেষ কর্মী বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী BIS কর্তৃক নির্ধারিত 'গোপনীয়তার দায়িত্ব' ব্যাখ্যা করুন।"BPE- ৯৯তম.

গোপনীয়তার দায়িত্ব (Duty of Confidentiality), যা ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টস (BIS) এর বিশেষ স্টাফ নিয়ম, ১৯৯৭-এ নির্ধারিত হয়েছে, BIS-এর কার্যক্রম, লেনদেন এবং অংশীদারদের সম্পর্কিত সংবেদনশীল তথ্য রক্ষা করার জন্য কর্মচারীদের দায়িত্ব নির্ধারণ করে। এই দায়িত্ব অনুসারে, BIS-এ কর্মরত অবস্থায় এবং চাকরি শেষ হওয়ার পরেও কর্মচারীদের এমন কোনো গোপন বা বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ না করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

MetaMentor Center

কর্মচারীদের অবশ্যই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং অননুমোদিত ব্যক্তিদের কাছে এই ধরনের তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এছাড়াও, ব্যক্তিগত বা বাইরের সুবিধার জন্য এই তথ্য ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ।

এই নীতিটি BIS-এর প্রতি আস্থা বজায় রাখা, তার সুনাম রক্ষা করা এবং বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় এর ভূমিকার সততা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি জোরদার করে। এই দায়িত্ব লঙ্ঘন করলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, যেমন চাকরিচ্যুতি, নেওয়া হতে পারে।

প্রশ্ন- ১৫. নৈতিকতার বিধিমালা (Code of Ethics) এবং আচরণবিধি (Code of Conduct) মধ্যে পার্থক্য করুন। একটি ভালোভাবে

গঠিত আচরণবিধিতে কোন কোন বিষয় থাকা উচিত তা আলোচনা করুন। BPE- ৫তম

নৈতিকতার বিধিমালা এবং আচরণবিধি উভয়ই একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের জন্য প্রত্যাশিত আচরণের দিকনির্দেশনা দেয়, তবে এদের উদ্দেশ্য ভিন্ন।

- **নৈতিকতার বিধিমালা (Code of Ethics):** এটি একটি প্রতিষ্ঠানের মূল মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। এটি কী সঠিক আর কী ভুল তা বুঝতে সাহায্য করে। যেমন: সততা, সম্মান এবং ন্যায়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।
- **আচরণবিধি (Code of Conduct):** এটি হলো একটি নির্দিষ্ট আচরণ নির্দেশিকা, যেখানে কর্মক্ষেত্রে কোন আচরণ গ্রহণযোগ্য এবং কোনটা নয় তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। যেমন: উপহার গ্রহণ বা স্বার্থের সংঘাত এড়ানোর নির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়।

একটি ভালো আচরণবিধিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকা উচিত:

১.সততা ও নৈতিকতা: সবসময় সত্য বলা এবং সঠিক কাজ করা।
২.সম্মান: সবার প্রতি সম্মান ও সদাচরণ দেখানো।
৩.আইন মেনে চলা: সব ধরনের আইন, নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুসরণ করা।
৪.গোপনীয়তা রক্ষা: সংবেদনশীল তথ্য গোপন রাখা।
৫.দায়িত্বশীলতা: নিজের কাজের জন্য দায়িত্ব নেওয়া।
৬.পেশাদারিত্ব: কাজের পরিবেশে ভদ্রতা ও ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা।
৭.ন্যায়বিচার: স্বার্থের সংঘাত এড়ানো এবং সবার সাথে সমভাবে আচরণ করা।

সংক্ষেপে, একটি ভালো আচরণবিধি কর্মক্ষেত্রে নৈতিক, সম্মানজনক ও দায়িত্বশীল আচরণ উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন-১৬. "ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সুশাসন নিশ্চিতকরণে নিয়ন্ত্রক ও তদারক সংস্থাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে"—ব্যাখ্যা করুন। BPE- ৫তম

MetaMentor Center

১. নিয়ম ও মান নির্ধারণ: নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত আইন ও নির্দেশিকা তৈরি করে।
২. নিয়ম মেনে চলা নিশ্চিত করা: তারা ব্যাংকগুলো উক্ত নিয়ম মানছে কি না তা তদারকি করে।
৩. স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা: ব্যাংকগুলোকে আর্থিক তথ্য ও ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য করে।
৪. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা: ঝুঁকি চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রণে গাইডলাইন দেয়।
৫. নৈতিকতা ও সততা উৎসাহিত করা: প্রতিষ্ঠানগুলোতে সততা ও ন্যায্যতার সংস্কৃতি গড়ে তোলে।
৬. স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সুরক্ষা: আমানতকারী, বিনিয়োগকারী এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে।
৭. প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ: নিয়ম ভঙ্গ বা দুর্নীতির ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়।

৮ আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা: নিরাপদ ও সুস্থ আর্থিক ব্যবস্থা গঠনে সহায়তা করে।

এইভাবে নিয়ন্ত্রক ও তদারক সংস্থাগুলো সুশাসন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কেস স্টাডি

কেস-১: স্বার্থের সংঘাত ও পর্ষদের দুর্বল তদারকি BPE-৬ষ্ঠ

XYZ ব্যাংক, বাংলাদেশের মধ্যম আকারের ১টি বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক, সুশাসনের একাধিক ব্যর্থতার কারণে নিয়ন্ত্রক সংস্থার তদন্তের মুখে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক অডিটরদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে:

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষকে যথাযথ নথি ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে।

আভ্যন্তরীণ অডিট রিপোর্টে ঋণ শ্রেণিকরণ, বিলম্বিত প্রভিশনিং এবং ক্রয় সংক্রান্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী একই পরিবারের হওয়ার পর্ষদের স্বতন্ত্রতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

পর্ষদে কোনো স্বতন্ত্র পরিচালক নেই এবং পর্ষদ সভার কার্যবিবরণীতে দেখা গেছে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো প্রায়ই অনানুষ্ঠানিকভাবে পর্ষদের পূর্ণ সম্মতি ব্যতিরেকে নেওয়া হচ্ছে।

ব্যাংকের কোড অব কন্ডাক্ট সর্বশেষ ৫ বছর আগে হালনাগাদ করা হয়েছে, কর্মীদের কাছে প্রচার হয়নি এবং কার্যকরভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না। ফলে ব্যাংকের সুনাম নষ্ট হয়েছে, মিডিয়ায় নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং আমানতকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

প্রশ্নাবলি:

(ক) XYZ ব্যাংকে সুশাসনের কোন মূলনীতি লঙ্ঘন হয়েছে? ব্যাসেল নীতি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবিধির আলোকে উত্তর দিন।

(খ) পর্ষদের তদারকি, স্বতন্ত্রতা ও নৈতিক সুশাসন জোরদার করতে কী ধরনের সংস্কার প্রয়োজন?

(গ) আভ্যন্তরীণ অডিট ও কমপ্লায়েন্স কার্যক্রমকে কীভাবে আরও কার্যকর করা যায়?

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক এক্ষেত্রে কী ধরনের নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে?

উত্তর:

(ক) XYZ ব্যাংকে প্রধান প্রশাসনিক নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে

- **বোর্ডের স্বাধীনতা লঙ্ঘন:** একই পরিবারের চেয়ারপারসন এবং সিইও বোর্ডের সিদ্ধান্তে স্বাধীনতা এবং বস্তুনিষ্ঠতা হ্রাস করেছেন।
- **জবাবদিহিতার অভাব:** সংশ্লিষ্ট পক্ষের ঋণ নথিপত্র ছাড়াই অনুমোদিত হয়েছিল, যা দেখায় যে পরিচালক এবং ব্যবস্থাপনাকে জবাবদিহি করা হয়নি।
- **দুর্বল স্বচ্ছতা:** অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার লাল পতাকা উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং বোর্ড সভার কার্যবিবরণী অসম্পূর্ণ ছিল, যা দুর্বল প্রকাশ এবং স্বচ্ছতা দেখায়।

(খ) সংস্কারগুলি বোর্ড তদারকি, স্বাধীনতা এবং নৈতিক শাসনকে শক্তিশালী করবে

- **বোর্ডের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে:** স্বাধীন পরিচালক নিয়োগ করবে এবং চেয়ারপারসন এবং সিইওর ভূমিকা পৃথক করবে।

MetaMentor Center

- **বোর্ড কমিটিগুলিকে শক্তিশালী করবে:** স্বাধীন তদারকি সহ কার্যকর নিরীক্ষা, ঝুঁকি এবং নীতি কমিটি গঠন করবে।
- **উপযুক্ত এবং যথাযথ মানদণ্ড প্রবর্তন:** সমস্ত পরিচালক এবং সিনিয়র ম্যানেজারদের নিয়ন্ত্রক এবং নৈতিক যোগ্যতার মান পূরণ করা উচিত।

(গ) XYZ ব্যাংক তার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং সম্মতি কার্যাবলী পুনর্গঠন করেছে

- **নিরীক্ষা স্বাধীনতা নিশ্চিত করুন:** অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সরাসরি বোর্ড অডিট কমিটির কাছে রিপোর্ট করতে হবে, সিইওর কাছে নয়।
- **ঝুঁকি-ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (RBIA) গ্রহণ:** নিরীক্ষা পরিকল্পনাগুলিতে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ, সম্পর্কিত-পক্ষের লেনদেন এবং
ক্রয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- **সম্মতি ইউনিট বৃদ্ধি:** নিয়ন্ত্রক-সম্মতি এবং অভ্যন্তরীণ নীতিগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি নিবেদিতপ্রাণ সম্মতি বিভাগ তৈরি করুন।

(ঘ) সংশোধনমূলক পদক্ষেপের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ নিতে পারে

- **একটি সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নির্দেশিকা জারি:** বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সুশাসনের দুর্বলতাগুলি সমাধান করার জন্য XYZ ব্যাংককে নির্দেশ দিতে পারে।
- **স্বাধীন পরিচালক নিয়োগের আদেশ:** বোর্ডের বস্তুনিষ্ঠতা পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাংককে যোগ্য স্বাধীন-পরিচালক যোগ করার জন্য বাধ্যতামূলক করুন।
- **বিশেষ নিরীক্ষা বা ফরেনসিক পর্যালোচনার আদেশ:** বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পর্কিত-পক্ষের ঋণ এবং ক্রয় অসঙ্গতিগুলি তদন্ত করার জন্য বহিরাগত নিরীক্ষক নিয়োগ করতে পারে।

কেস-২: ইউনিটি সেভিংস ব্যাংক লিমিটেডে সুশাসন ব্যর্থতা, নৈতিক অসদাচরণ এবং দুর্বল নিয়ন্ত্রণ সংস্কৃতি।
কেস পরিস্থিতি: বাংলাদেশের একটি পাবলিকলি তালিকাভুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইউনিটি সেভিংস ব্যাংক লিমিটেড গুরুতর সুশাসন এবং নৈতিক ব্যর্থতার মুখোমুখি হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং একটি স্বাধীন অডিট ফার্ম কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক এক পরিদর্শনে দেখা গেছে যে ব্যাংকটি পদ্ধতিগতভাবে তার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোকে দুর্বল করেছে এবং নৈতিক মানদণ্ডের সাথে আপস করেছে।
মূল অনুসন্ধানের মধ্যে রয়েছে:

- **পরিচালনায় বোর্ডের হস্তক্ষেপ:** বেশ কয়েকজন বোর্ড সদস্য নিয়মিতভাবে শাখা ব্যবস্থাপকদের ব্যক্তিগত পরিচিত এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের জন্য ঋণ অনুমোদনের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, স্ট্যান্ডার্ড অনুমোদন শৃঙ্খলকে এড়িয়ে।
- **কার্যকর তদারকির অনুপস্থিতি:** ব্যাংকের বোর্ড কমিটি, বিশেষ করে অডিট কমিটি এবং ঝুঁকি কমিটি, নিয়মিতভাবে বৈঠক করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত মূল ঝুঁকি প্রতিবেদন পর্যালোচনা না করেই নেওয়া হয়েছিল।
- **স্বার্থের দ্বন্দ্ব:** দুই পরিচালকের ব্যাংক থেকে বড় ঋণ গ্রহণকারী কোম্পানিগুলির সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল। এই লেনদেনগুলি বোর্ডের কার্যবিবরণী বা শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়নি।
- **দুর্বল নৈতিক সংস্কৃতি:** আচরণবিধি পুরানো ছিল এবং ছয় বছর ধরে এটি সংশোধন করা হয়নি।কর্মীদের নীতিশাস্ত্র, কর্তৃত্বের অপব্যবহার, অথবা স্বার্থের সংঘাতের নির্দেশিকা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি।

MetaMentor Center

- **অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ভাঙ্গন:** টেন্ডার ছাড়াই উল্লেখযোগ্য ক্রয় চুক্তি প্রদান করা হয়েছিল, এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বারবার বিক্রেতাদের অর্থ প্রদানে অনিয়মের বিষয়টি চিহ্নিত করেছে, যা ব্যবস্থাপনা উপেক্ষা করেছে।
- **দুর্বল স্বচ্ছতা:** ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন এবং বিভাগীয় প্রবিধানের প্রয়োজনীয়তার বিচ্যুতি সম্পর্কে স্পষ্টতার অভাব ছিল।

এই ব্যর্থতাগুলি ব্যাংকের সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আমানতকারীদের অর্থ উত্তোলনের কারণ হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রক এবং শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে প্রশাসন ব্যবস্থার অখণ্ডতা সম্পর্কে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

প্রশ্ন:

(ক) ইউনিটি সেভিংস ব্যাংক লিমিটেডে কর্পোরেট গভর্নেন্সের কোন মূল নীতিগুলি লঙ্ঘিত হয়েছে?

(খ) পরিচালনা বৃদ্ধির জন্য বোর্ড কমিটির (অডিট কমিটি, ঝুঁকি কমিটি, নীতিশাস্ত্র কমিটি) ভূমিকা এবং কার্যকারিতা কীভাবে উন্নত করা যেতে পারে?

(গ) ব্যাংকে স্বচ্ছতা, প্রকাশের অনুশীলন এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য ব্যবস্থাগুলির পরামর্শ দিন।

উত্তর:

(ক) ইউনিটি সেভিংস ব্যাংক লিমিটেডে কর্পোরেট গভর্নেন্সের মূল নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

মামলার পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে ইউনিটি সেভিংস ব্যাংক লিমিটেড কর্পোরেট গভর্নেন্সের বেশ কয়েকটি মৌলিক নীতি লঙ্ঘন করেছে। এই লঙ্ঘনগুলি নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

১. স্বচ্ছতা লঙ্ঘন

- বোর্ডের কার্যবিবরণী বা শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট পক্ষের ঋণ লেনদেন প্রকাশ করা হয়নি।
- আর্থিক বিবৃতিতে প্রভিশনিং বিচ্যুতি এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের এক্সপোজার সম্পর্কে স্পষ্টতার অভাব ছিল।

২. জবাবদিহিতা ব্যর্থতা

- বোর্ড সদস্যরা ঋণ অনুমোদনে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, যা মানসম্মত অনুমোদন প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।
- বিক্রেতার অনিয়ম তুলে ধরা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক উপেক্ষা করা হয়েছিল।

৩. স্বাধীনতার অভাব

- বোর্ডের সিদ্ধান্তগুলি ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং রাজনৈতিক-ধাঁচের চাপ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।
- অডিট কমিটি এবং ঝুঁকি কমিটি স্বাধীনভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং নিয়মিত সভা করত না।

MetaMentor Center

(খ) বোর্ড কমিটির ভূমিকা এবং কার্যকারিতা উন্নত করা যেতে পারে? (অডিট, ঝুঁকি, নীতিশাস্ত্র কমিটি)

শাসন শক্তিশালী করার জন্য, ইউনিটি সেভিংস ব্যাংকের বোর্ড কমিটিগুলিকে নিম্নলিখিত উন্নতিগুলি গ্রহণ করতে হবে:

১. অডিট কমিটির উন্নতি

- নথিভুক্ত এজেন্ডা সহ বাধ্যতামূলক ত্রৈমাসিক সভা করা।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করুন এবং সময়োপযোগী সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিশ্চিত করুন।

২. ঝুঁকি কমিটিকে শক্তিশালী করা

- ঝুঁকির ক্ষুধা এবং ঝুঁকি সহনশীলতা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করুন।
- ঋণ, বাজার, পরিচালনা এবং তরলতা ঝুঁকি প্রতিবেদন নিয়মিত পর্যালোচনা করুন।

৩. নীতিশাস্ত্র কমিটিকে উন্নত করা

- প্রতি বছর আচরণবিধি আপডেট করুন এবং এটি ব্যাপকভাবে প্রচার করুন।
- নীতিশাস্ত্র, স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং দায়িত্বশীল আচরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করুন।

(গ) স্বচ্ছতা, প্রকাশ অনুশীলন এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নত করার ব্যবস্থা

ইউনিটি সেভিংস ব্যাংককে স্বচ্ছতা পুনরুদ্ধার এবং তার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংস্কৃতি শক্তিশালী করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

১. স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

- আর্থিক বিবৃতিতে সমস্ত সম্পর্কিত-পক্ষের লেনদেন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন।
- যথাযথ যুক্তি সহ ঋণ প্রস্তাব, অনুমোদন এবং ব্যতিক্রমগুলি নথিভুক্ত করুন।

২. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা

- COSO মডেল ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্গঠন করুন।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সরাসরি অডিট কমিটির কাছে রিপোর্ট করে তা নিশ্চিত করুন।

৩. অভিযোগ জানানো এবং তথ্য ফাঁসের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

- নিরাপদ তথ্য ফাঁসের বিকল্প (ইমেল, হটলাইন, ওয়েব পোর্টাল) প্রবর্তন করা।
- প্রতিবেদন প্রকাশে উৎসাহিত করার জন্য তথ্য ফাঁসকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

তুলনা এবং পার্থক্য

প্রশ্ন-০১. জবাবদিহিতা বনাম দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য

দিক	জবাবদিহিতা	দায়িত্ব
অর্থ	কাজের ফলাফল ও সিদ্ধান্তের জন্য উত্তরদায়ী থাকা।	নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত থাকা।
পরিমাপ	ফলাফল ও কর্মক্ষমতার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়।	কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না তা দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়।
উদাহরণ	ব্যাংকের ব্যর্থতার জন্য বোর্ড জবাবদিহি করে।	ঋণ প্রস্তাব তৈরি করা ক্রেডিট অফিসারের দায়িত্ব।

প্রশ্ন-০২. শাসনব্যবস্থা বনাম ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য

দিক	শাসনব্যবস্থা	ব্যবস্থাপনা
দায়িত্ব	বোর্ড অব ডিরেক্টরস নীতি নির্ধারণ ও তদারকির দায়িত্বে থাকে।	নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্মীরা নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকে।

কেন্দ্রবিন্দু	দিকনির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ওপর গুরুত্ব দেয়।	দৈনন্দিন কার্যক্রম ও কাজ সম্পাদনের ওপর গুরুত্ব দেয়।
লক্ষ্য	জবাবদিহিতা, নৈতিকতা ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা।	লক্ষ্য অর্জন ও দক্ষভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা।

প্রশ্ন-০৩. স্বচ্ছতা বনাম তথ্যপ্রকাশ মধ্যে পার্থক্য

দিক	স্বচ্ছতা	তথ্যপ্রকাশ
অর্থ	খোলামেলা ও স্পষ্টভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা।	নির্দিষ্ট তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা।
উদ্দেশ্য	বিশ্বাস তৈরি করা ও গোপন আচরণ কমানো।	স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য জানানো।
রূপ	সিদ্ধান্ত ও প্রক্রিয়া পরিষ্কারভাবে বোঝানো।	আর্থিক বিবরণী ও রিপোর্ট প্রকাশ করা।

প্রশ্ন-০৪। সিআরআর বনাম এসএলআর BPE-৬ষ্ঠ

দিক	**সিআরআর** (CRR)	**এসএলআর** (SLR)
অর্থ	জমার নির্দিষ্ট অংশ বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ রাখতে হয়।	জমার নির্দিষ্ট অংশ ব্যাংকের ভেতরে তরল সম্পদ হিসেবে রাখতে হয়।
উদ্দেশ্য	অর্থের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ও নগদ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	তারল্য বজায় রাখা ও আমানতকারীদের সুরক্ষা দেওয়া।
রূপ	এটি শুধুমাত্র নগদ অর্থের মাধ্যমেই বজায় রাখতে হয়।	এটি নগদ অর্থ, স্বর্ণ অথবা সরকারি সিকিউরিটিজের মাধ্যমে বজায় রাখা যায়।

প্রশ্ন-০৫। ব্র্যান্ড বনাম ব্র্যান্ড প্রতিশ্রুতি7TH BP. .

দিক	**ব্র্যান্ড**	**ব্র্যান্ড প্রতিশ্রুতি**
অর্থ	ব্র্যান্ড হলো একটি নাম, নকশা, প্রতীক, চিহ্ন বা পরিচিতি, যা একটি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক করে।	ব্র্যান্ড প্রতিশ্রুতি হলো গ্রাহকদের প্রতি ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের সেই অঙ্গীকার, যার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন সেবা ও নির্দিষ্ট মূল্য প্রদান নিশ্চিত করা হয়।
মূল গুরুত্ব	ব্র্যান্ড মূলত বাজারে পরিচিতি ও স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরির উপর গুরুত্ব দেয়।	ব্র্যান্ড প্রতিশ্রুতি মূলত গ্রাহকের প্রত্যাশা পূরণ ও সেবার প্রতিশ্রুতি রক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়।
উদ্দেশ্য	ব্র্যান্ডের উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ও স্বতন্ত্রতা সৃষ্টি করা।	ব্র্যান্ড প্রতিশ্রুতির উদ্দেশ্য হলো গ্রাহকের আস্থা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করা।

MetaMentor Center

সংক্ষেপে উত্তর/সংক্ষিপ্ত নোটঃ

প্রশ্ন-০১. কর্পোরেট গভর্নেন্স বলতে কী বোঝায়? BPE-৯৭তম।

কর্পোরেট গভর্ন্যান্স বলতে বোঝায় সুষ্ঠু নীতি বা আদর্শ যা অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি একটি প্রতিষ্ঠানের সকল শেয়ারহোল্ডার, ব্যবস্থাপনা, গ্রাহক, সরবরাহকারী, অর্থদাতা, সরকার এবং সমাজের স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে। উদাহরণ স্বরূপ, একটি স্কুলের পরিচালনা পর্ষদ তার নীতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিশ্চিত করে যে এটি এমনভাবে কাজ করে যাতে শিক্ষক এবং এর সাথে জড়িত সকলে উপকৃত হন, এটি কর্পোরেট গভর্নেন্স এর একটি রূপ।

প্রশ্ন-০২. আচরণবিধি কী? BPE-৯৭তম.

আচরণবিধি বলতে বোঝায় সুষ্ঠু নিয়ম-নীতির একটি সেট যা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের থেকে নিয়োগকর্তারা কী আশা করেন তা নির্দেশ করে। আচরণবিধি ব্যাংক পরিচালনার একটি অপরিহার্য উপাদান। কর্মচারী এবং পরিচালকদের জন্য নৈতিক আচরণের একটি কাঠামো প্রদান করে ব্যাংকিং শিল্পে আইন ও প্রবিধানের আনুগত্য নিশ্চিত করে। কর্মক্ষেত্রে আচরণবিধি কর্মীদের জানায় কী ধরনের আচরণ গ্রহণযোগ্য, যেমন—অশালীন ভাষা ব্যবহার না করা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলা, এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা। আচরণবিধি অনুসরণ করলে সবাই কীভাবে সঠিকভাবে চলবে তা বুঝতে পারে, যা একটি ইতিবাচক, শ্রদ্ধাপূর্ণ ও কার্যকর পরিবেশ তৈরি করে। এটি যেন একটি মানচিত্র, যা সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন–০৩. আর্থিক শাসনব্যবস্থা তদারকির জন্য দুইটি নিয়ন্ত্রক সংস্থার নাম লিখুন।BPE- ৬ষ্ঠ

আর্থিক শাসনব্যবস্থা বলতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং আইন অনুযায়ী পরিচালনার জন্য তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণকে বোঝায়। এই প্রশ্নে শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের দুইটি প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থার নাম উল্লেখ করতে হয়, যারা আর্থিক খাতকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ করে।

দুইটি প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থা হলো—

- বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করে। এই সংস্থা সঠিক, নিরাপদ এবং স্বচ্ছ ব্যাংকিং কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন(BSEC) দেশের মূলধন বাজার—যেমন তালিকাভুক্ত কোম্পানি, স্টক এক্সচেঞ্জ ও বিনিয়োগকারীদের কার্যক্রম—নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করে। এই সংস্থা ন্যায্য লেনদেন, স্বচ্ছ তথ্যপ্রকাশ এবং আইনসম্মত বাজার আচরণ নিশ্চিত করে।

MetaMentor Center

End of First Chapter

অর্ডার করতে ক্লিক করুন: www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310-474402